দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাডাররা অধিকাংশ হলের নিয়ন্ত্রণে ॥ আবাসিক শিক্ষকরা নামমাত্র দায়িত্বে

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংবাদদাতা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলিতে শিক্ষকদে: দূরত্ব বাড়িয়া চলিতেছে। হলগুলিতে চলিতেছে ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার রাজত্ব। হলের আবাসিব শিক্ষকরা থাকেন নামেমাত্র। সই করিয়াই তাহাদের অনেকের দায় খালাস। হল প্রভোষ্টদে: নিয়োগ দলীয়ভাবে হওয়ায় তাহারা বছরের বেশীর ভাগ দেশের বাহিরে থাকেন।

১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে প্রভোষ্ট এবং আবাসিক দায়িত্ব পালন সম্পর্কে ৪৫টি বিষয় রহিয়াছে। ১৯৮৫ সালের জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডির পর আবাসিক (১৫শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃঃ পর)

শিক্ষকদের দায়িত্ব-কর্তব্যে নূতন করিয়া আলোকপাত ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আবাসিক শিক্ষকদের ৫টি দায়িত্বের উল্লেখ করেন। বিভিন্ন হল কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী আবাসিক শিক্ষকরা হলে কমপক্ষে ১০ হইতে ১৪ ঘন্টা অবস্থান করার কথা। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা জানান, অনেক শিক্ষকই তাহাদের অন্যতম কর্তব্য মেস ও ক্যান্টিনে নিয়মিত পরিদর্শনে যান না।

বঙ্গবন্ধু হলের ক্যান্টিন মেসের দায়িত্বে রহিয়াছেন অধ্যাপক জাফর আহমদ। দোকান, সেলুন এবং লন্ড্রীর দায়িত্বে প্রফেসর হানিফউদ্দিন, টেলিফোনের দায়িত্বে রহিয়াছেন ডঃ ওমর আহমেদ। তবে খোঁজ নিয়া জানা যায়, দীর্ঘদিন যাবৎ এ হলের টেলিফোনের বক্স নষ্ট এবং কার্ডফোনের দাম বেশী রাখা হয়। সেলুন এবং লন্ড্রীতে শিক্ষকরা কখনও যান না। ক্যান্টিনে খাবারের মান খারাপ এবং দামও রাখা হয় বেশী। বঙ্গবন্ধু হলের দর্শন বিভাগের ছাত্র মাসুদ আহমেদ বলেন, ক্যান্টিনে একটি মূল্য তালিকা টানানো আছে তবে সেইভাবে দাম রাখা হয় না এবং স্যারও কখনো আসেন না। ক্যাডাররা ফাও খায় প্রভৃতি।

রোকেয়া হল ১৭টি কাজের তালিকা সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরণ করিয়াছে। অভিভাবকদের সহিত সাক্ষাৎ, ছাত্রীদের অভাব-অভিযোগ মিটানো, ফ্লোর প্রদর্শন প্রভৃতি উল্লেখ করিলেও উক্ত হলের ছাত্রীরা তা অস্বীকার করিয়া বলেন, ম্যাডামরা হলে নিয়মিত আসেন না এবং ফ্লোরে আসিয়া খোঁজ-খবর নেন না। এ ব্যাপারে এই হলের প্রভোষ্ট অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী বলেন, 'হলের জন্য আমি আমার জীবন দিয়া ফেলিতেছি। প্রত্যেক আবাসিক শিক্ষকের ভাল এবং খারাপ দুইটি গুণাবলীই রহিয়াছে।'

সূর্যসেন হলের নীচতলার ফ্লোর পরিদর্শনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন সরদার কয়েক মাস পূর্বে চলিয়া গেলেও এখন পর্যন্ত কাহাকেও নিয়োগ দেওয়া হয় নাই। সূর্যসেন হলের প্রভোষ্ট অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার বলেন, 'শিক্ষকরা ইদানীং ক্যান্টিন মেসে একটু কম যাইতেছেন। ব্যাপারটা আমরা দেখিব।' গত বৎসরের ১৭ই অক্টোবর হলের মেসে নৈশভোজ খাওয়াকে কেন্দ্র করিয়া এক সংঘর্ষে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের গুলীতে দুলাল নামের এক কর্মচারী আহত হয়। পরে কর্তৃপক্ষ পলাশ, তারেক, জুয়েল, রাসেল এবং শিশিরকে শোকজ করে এবং তদন্ত কমিটি গঠন করে। তবে এখন পর্যন্ত কোন তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হয় নাই এবং তাহারা শোকজ নোটিসও পায় নাই।

–জানা যায়, গত ১২ই ফেব্রুয়ারী গভীর